অষ্টম শ্রেণি

প্যারালাল TEXT

বাংলা ১ম পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতায়
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

Fixed Price
৬২৫/-
(ছয়শত পঁচিশ টাকা মাত্র)

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা!

ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, গর্ভধারিণীর মায়া ত্যাগ করেছে শুধু পরবর্তী প্রজন্ম 'মা' বলে ডাকতে পারে যেন- এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশ অদ্ভুত কিছু পাগলের দেশ। যারা হাসতে হাসতে ভাষার মতো তুচ্ছ (!) জিনিসের জন্যও জীবন দিয়ে দেয়।

সকল ভাষা সৈনিককে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি...

সূচিপত্র

বাংলা ১ম পত্র

ক্র. নং	গদ্য	পৃষ্ঠা
০১	অতিথির স্মৃতি	০১
০২	ভাব ও কাজ	১৩
০৩	পড়ে পাওয়া	২৬
০৪	তৈলচিত্রের ভূত	৩৮
০৫	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	৫০
০৬	লাইব্রেরি	৬৩
০৭	সুখী মানুষ	৭১
০৮	শিল্পকলার নানা দিক	৮৩
০৯	মংডুর পথে	৯৩
১০	বাংলা নববর্ষ	১০৫
১১	বাংলা ভাষার জন্মকথা	১১৬
১২	গণঅভ্যুত্থানের কথা	১২৬
	কবিতা	
০১	মানবধর্ম	১৩৮
০২	বঙ্গভূমির প্রতি	১৪৭
০৩	দুই বিঘা জমি	১৫৭
০৪	পাছে লোকে কিছু বলে	১৬৮
০৫	প্রার্থনা	১৭৮
০৬	বাবুরের মহত্ত্ব	১৮৮
০৭	নারী	২০১
০৮	আবার আসিব ফিরে	২১১
০৯	রুপাই	২২০
১০	নদীর স্বপ্ন	২৩০
১১	জাগো তবে অরণ্য কন্যারা	২৪১
১২	প্রার্থী	২৫১
১৩	একুশের গান	২৬১
	আনন্দপাঠ	
০১	কাকতাড়ুয়া	২৭০
০২	নয়া পত্তন	২৭৮
০৩	হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি	২৮৭
০৪	ডেভিড কপারফিল্ড	২৯৭
০৫	মুক্তি	৩০৬
০৬	ফিলিস্তিনের চিঠি	৩১৪
০৭	তিরন্দাজ	৩২২
	নাটক	
০১	মানসিংহ ও ঈসা খাঁ	৩৩০
	ভ্রমণ-কাহিনি	
০১	কাবুলের শেষ প্রহরে	৩৩৮

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, অষ্টম শ্রেণির ‘Parallel Text’ তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) অষ্টম শ্রেণির ‘Parallel Text’ এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: অষ্টম শ্রেণির ‘Parallel Text’ বাংলা ১ম পত্র, পৃষ্ঠা-২৩, প্রশ্ন-১০, দেওয়া আছে, ‘কর্পূর’ কিন্তু হবে ‘খড়’।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

গদ্য

অতিথির স্মৃতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক-পরিচিতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
জন্ম	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অধিকাংশ সময় ভাগলপুরের মাতুলালয়ে অতিবাহিত হয়। 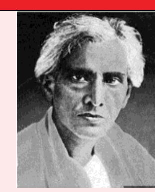
শিক্ষাজীবন	আর্থিক সংকটের কারণে এফ.এ. শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ছাত্রজীবনের অবসান ঘটে।
কর্মজীবন	তিনি কিছুদিন ভবঘুরে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। পরে ১৯০৩ সালে জীবিকার সন্ধানে রেঙ্গুনে (বর্তমানে মায়ানমার) যান এবং ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন।
সাহিত্যজীবন	✓ প্রবাস জীবনেই তাঁর সাহিত্য সাধনা শুরু এবং তিনি অল্পদিনেই খ্যাতি লাভ করেন। ✓ ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ✓ ১৯১৬ সালে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং নিয়মিতভাবে সাহিত্য-সাধনা করতে থাকেন।
সাহিত্যকর্ম	➢ উপন্যাস: 'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত' (চার পর্ব), 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতি।
বিশেষ তথ্য	সাধারণ বাঙালি পাঠকের আবেগকে তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক ।
পুরস্কার ও সম্মাননা	তিনি ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন।
মৃত্যু	১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে কলকাতায়।

পাঠ-পরিচিতি

পাঠের উদ্দেশ্য	➢ এ গল্প পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। ➢ নতুন কোনো জায়গা ভ্রমণ করলে ওই অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে আগ্রহী হবে।
উৎস	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পটির নাম পাল্টে এবং ঈষৎ পরিমার্জনা করে এখানে 'অতিথির স্মৃতি' হিসেবে সংকলন করা হয়েছে।
মূলকথা	একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্ক।
সার-সংক্ষেপ	এ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, মানুষে-মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সম্পর্ক নানা প্রতিকূলতার কারণে স্থায়ীরূপ পেতে বাধাগ্রস্ত হয়। আবার এই সম্পর্কের সূত্র ধরে একটি মানুষ ওই জীবের প্রতি যখন মমতায় সিক্ত হয় তখন অন্য মানুষের আচরণ নির্মম হয়ে উঠতে পারে।

পাঠ-বিশ্লেষণ

❖ গল্পকথকের দেওঘরে গমন:

- ✓ গল্পকথক দেওঘরে এসেছিলেন– চিকিৎসকের আদেশে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে।
- ✓ গল্পকথক থাকতেন– প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড় বাড়িতে।
- ✓ তাঁর ঘুম ভেঙে যেত – রাত্রি তিনটের সময়।
- ✓ ঘুম ভাঙার কারণ– কোথাও একজন গলাভাঙা একঘেয়ে সুরে ভজন (ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্তুতি বা মহিমাকীর্তন/প্রার্থনামূলক গান) শুরু করা।
- ✓ ঘুম ভেঙে গেলে গল্পকথক – দোর (দুয়ার বা দরজা/বাড়ির ফটক) খুলে বারান্দায় এসে বসেন।
- ✓ গল্পকথকের সকাল কাটে– পাখি দেখে।

❖ পাখিদের আগমন:

- ✓ পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়– রাত্রির শেষে।
- ✓ দোয়েলের পরে একটি দুটি করে আসতে থাকে– বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি।
- ✓ পাখিরা এসে বসতে শুরু করে– পাশের বাড়ির আমগাছে, এ বাড়ির বকুল-কুঞ্জে (লতাপাতায় আচ্ছাদিত বৃত্তাকার স্থান, উপবন), পথের ধারের অশ্বত্থগাছের মাথায়।
- ✓ সবচেয়ে ভোরে ওঠে– দোয়েল।
- ✓ অন্ধকার শেষ না হতেই গান আরম্ভ করে– দোয়েল।

❖ বেনে-বৌ:

- ✓ একটু দেরি করে আসত – হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি।
- ✓ বেনে-বৌ পাখিজোড়া বসতো– প্রাচীরের ধারের ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায়।
- ✓ হঠাৎ হারিয়ে যাবার পর বেনে-বৌ পাখিজোড়া ফিরে এসেছিল – তৃতীয় দিনে।
- ✓ পাখিজোড়াকে ফিরে আসতে দেখে গল্পকথকের মনে হলো যেন একটি সত্যিকার ভাবনা ঘুচে গেল।

- ✓ এদেশে ব্যাধের (যারা পশু-পাখি শিকার করে) অভাব নেই, পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যাবসা।

❖ বিকেল বেলা:

- ✓ বিকালে গল্পকথক – গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসেন।
- ✓ পথের ধারে বসে গল্পকথক – যাদের বেড়াবার সামর্থ্য আছে তাদের চেয়ে চেয়ে দেখেন।
- ✓ তিনি নিজে বেড়াতে পারেন না কারণ– তাঁর সেই সামর্থ্য নেই।
- ✓ তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুসারে –মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

❖ বেরিবেরি:

- ✓ প্রথমেই যেত পা ফুলো ফুলো অল্পবয়সি একদল মেয়ে।
- ✓ এরা বেরিবেরির (বি ভিটামিনের অভাবে হাত-পা ফুলে যাওয়া রোগ) আসামি (এ শব্দটি দিয়ে সাধারণত আদালতে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে রোগাক্রান্তদের বোঝানো হয়েছে)।
- ✓ ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেরিবেরির রোগীরা–
  - → গরমের দিনেও আঁট করে মোজা পরত।
  - → মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরত।
- ✓ তাদের লক্ষ্য ছিল– কৌতূহলী লোকচক্ষু থেকে বিকৃতিটা আড়াল করে রাখা।

❖ দরিদ্র ঘরের মেয়ে:

✓ গল্পকথকের সবচেয়ে বেশি দুঃখ হতো— একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে।
✓ দরিদ্র ঘরের মেয়েটি— একলা যেত।
✓ তার সাথে আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও সাথে থাকত— তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।
✓ মেয়েটির বয়স ছিল— চব্বিশ-পঁচিশ বছর।
✓ তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য— দেহ শীর্ণ; মুখ পাণ্ডুর (ফ্যাকাশে), চোখের চাহনি ছিল ক্লান্ত।
✓ তার কোলে থাকত— সবচেয়ে ছোট ছেলেটি।
✓ মেয়েটির ফিরে আসবার ঠাঁই ছিল না।

❖ বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি:

✓ জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি – যারা ক্ষুধা হরণের কর্তব্য সমাধা করে দ্রুত পায়ে বাসায় ফিরছিলেন তাঁরা ছিলেন— বাতব্যাধিগ্রস্ত।
✓ বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধদের – সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন।
✓ বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধদের চলন দেখে গল্পকথক ভাবলেন— তিনিও একটু ঘুরে আসবেন।

❖ অতিথির সাথে দেখা:

✓ অতিথির (কুকুরটির) সাথে গল্পকথকের দেখা হয়— বিকেলের ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফেরার পথে।
✓ গল্পকথক কুকুরটিকে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব করলে সে জবাব দেয়— ল্যাজ নেড়ে।
✓ পথের ধারের আলোতে কুকুরটিকে দেখে গল্পকথক বুঝতে পারলেন— কুকুরটার বয়স হয়েছে, কিন্তু যৌবনে একদিন শক্তি-সামর্থ্য ছিল।
✓ গল্পকথক কুকুরটিকে অতিথি হিসেবে বাড়ির ভেতরে আসতে আমন্ত্রণ জানালে সে— বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ে।
✓ কুকুরটি ভেতরে আসলে গল্পকথক তাঁর চাকরকে তাকে খেতে দেবার হুকুম দেন।
✓ ঘণ্টাখানেক পরে খোঁজ নিয়ে গল্পকথক জানতে পারেন— অতিথি চলে গেছে।

❖ অতিথির সাথে গল্পকথকের সখ্য:

✓ গল্পকথকের প্রতিটি কথার জবাব কুকুরটি দিত— ল্যাজ নেড়ে।
✓ গল্পকথকের সাথে দেখা হওয়ার পরদিন রাতে কুকুরটি – বারান্দার নিচে উঠানে বসে ছিল।
✓ গল্পকথক বামুনঠাকুরকে ডেকে কুকুরটিকে খেতে দিতে বলেন।

❖ অতিথি ও মালিনীর সংঘাত:

✓ অতিথিকে খাবার দেওয়া নিয়ে গুরুতর আপত্তি ছিল— মালিনীর।
✓ বাড়তি খাবারের প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালির (মালা রচনাকারী/বেতনের বিনিময়ে বাগানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি) মালিনী (মালির স্ত্রী)।
✓ চাকরদের দরদ বেশি ছিল— মালিনীর প্রতি।
✓ মালির বউ তাড়িয়ে দিলে অতিথি – সমুখের পথের ধারে বসে থাকে।

❖ মালিনীর—	❖ অতিথিকে মালি-বৌ –
✓ বয়স কম	✓ মেরেধরে বার করে দেয়
✓ দেখতে ভালো	✓ বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না
✓ খাওয়া সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ত	

❖ ভীতি জয়:

✓ হঠাৎ শরীর খারাপ হলে গল্পকথক – দিন-দুই নিচে নামতে পারলেন না।
✓ সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল – কুকুরের।
✓ দুপুর বেলা চাকরেরা ঘর বন্ধ করে ঘুমালে সেই সুযোগে অতিথি গল্পকথকের ঘরের সামনে এসে হাজির হয়।
✓ গল্পকথকের ঘরের সামনে এসে অতিথি ল্যাজ নেড়ে অভিযোগ জানায়।
✓ মালি-বৌ কর্তৃক অতিথিকে তাড়িয়ে দেবার খবর গল্পকথক পান— চাকরদের থেকে।
✓ অতিথিকে ডেকে আনা হলে সে বারান্দার নিচে উঠানের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান করে নিল।

❖ বিদায়বেলা:

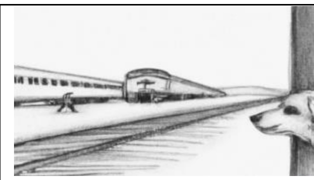

- ✓ দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়লেও গল্পকথক দিন-দুই দেরি করলেন।
- ✓ জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হয়েছে– সকাল থেকে।
- ✓ গল্পকথকের ট্রেন– দুপুরে।
- ✓ অতিথি কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু খোয়া না যায়।
- ✓ অতিথির উৎসাহই সবচেয়ে বেশি ।
- ✓ স্টেশনে নামতে গিয়ে গল্পকথক দেখেন সেখানে– অতিথি দাঁড়িয়ে।
- ✓ সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা সবাই বকশিশ পেলেও, পেল না কেবল অতিথি।
- ✓ গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে ট্রেন চলতে শুরু করলে গল্পকথক তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলেন– স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি।
- ✓ ট্রেন ছেড়ে দিলে গল্পকথক বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলেন না– অতিথির প্রতি ভালোবাসার কারণে।

অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ
দেওঘর	ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি শহর। এটি সাঁওতাল পরগনা বিভাগের দেওঘর জেলার সদর শহর। হিন্দুদের পবিত্রতম মন্দিরগুলোর মধ্যে অন্যতম বৈদ্যনাথ মন্দির এ শহরে অবস্থিত।
ব্যাধ	শিকারি, পশু-পাখি শিকার করা যার পেশা।
শীর্ণ	কৃশ, ক্ষীণ, রোগা।
নেমন্তন্ন	নিমন্ত্রণ, ভোজে আহ্বান। 'নিমন্ত্রণ' এর আঞ্চলিক ও কথ্য রূপ।
প্রত্যুত্তর	পালটা জবাব।
নির্বিকারচিত্ত	নির্লিপ্ত, পরিবর্তনশূন্য।
রৌদ্রতপ্ত	প্রখর রোদে তপ্ত।
চেঁচেপুঁছে	চেটেপুটে, একটুও অবশিষ্ট না রেখে।
নিস্তব্ধ	নিস্পন্দ, নীরব।
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন	নীরব দুপুরবেলা।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর উত্তর লিখন-কৌশল

০১। দরিদ্র বর্গাচাষি গফুরের অতি আদরের একমাত্র ষাঁড় মহেশ। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে ওকে ঠিকমতো খড়-বিচুলি খেতে দিতে পারে না। জমিদারের কাছে সামান্য খড় ধার চেয়েও পায় না। নিজে না খেয়ে থাকলেও গফুরের দুঃখ নেই। কিন্তু মহেশকে খাবার দিতে না পেরে তার বুক ফেটে যায়। সে মহেশের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে- মহেশ, তুই আমার ছেলে। তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস। তোকে আমি পেট পুরে খেতে দিতে পারি নে, কিন্তু তুই তো জানিস আমি তোকে কত ভালোবাসি। মহেশ প্রত্যুত্তরে গলা বাড়িয়ে আরামে চোখ বুজে থাকে। [ঢা.বো, কু.বো,'১৮] [মূল বই]

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেওঘরে যাওয়ার কারণ কী? ১

(খ) অতিথি কিছুতে ভিতরে ঢোকার ভরসা পেল না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের গফুরের সাথে গল্পকথকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন-'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসকের আদেশে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যান।

> নোট: এখানে গল্পকথকের দেওঘরে যাওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। তাই গল্প থেকে গল্পকথকের দেওঘরে যাওয়ার কারণটি চিহ্নিত করে নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।

গদ্য

খ. নতুন পরিচয়ের দ্বিধা কাটাতে না পেরে কুকরটি বাড়ির ভেতরে ঢোকার ভরসা পেল না।
অনেকদিন পর গল্পকথক যেদিন বাইরে হাঁটতে বের হন, সেদিন ফেরার পথে তাঁর সাথে একটি কুকুরের দেখা হয়। অল্প সময়েই তাদের মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠে। তাই বাড়ি পৌঁছে গল্পকথক তাকে ভেতরে ডাকেন। কিন্তু আলো নিয়ে আসা অপিরিচিত চাকরের ভয়ে এবং নতুন পরিচয়ের দ্বিধা কাটাতে না পেরে সে ভেতরে ঢোকার ভরসা পেল না।

> নোট: এখানে গল্পকথকের অতিথি ভেতরে ঢোকার ভরসা না পাওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। গল্প থেকে অতিথি কেন ভেতরে ঢোকার ভরসা পায়নি তা উপলব্ধি করে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

গ. উদ্দীপকে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রাণীর প্রতি গল্পকথকের অকৃত্রিম ভালোবাসার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।
মানুষের সাথে শুধুই মানুষের সম্পর্ক হয় তা নয়, কখনো কখনো মানুষের ইতর প্রাণীর সঙ্গেও স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও মানুষ সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে চায়। গল্পে কুকুরের প্রতি গল্পকথকের আচরণে মানবমনের এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।
উদ্দীপকের বর্ণনায়ও প্রিয় ষাঁড় মহেশের প্রতি গফুরের অকৃত্রিম ভালোবাসার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের গফুর 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের মতোই তার পোষা প্রাণীটির প্রতি গভীর মমতা প্রকাশ করেছে। আদরের ষাঁড় মহেশকে সে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসে। মহেশের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কারণ, প্রিয় প্রাণীটিকে গফুর পেট পুরে খেতে দিতে পারে না, যা তাকে সবসময় কষ্ট দেয়। একইভাবে, গল্পের কথকও একটি পথের কুকুরের সঙ্গে মমত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হন। সে বিবেচনায় উদ্দীপকটিতে মহেশের প্রতি গফুরের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধের দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে।

> নোট: প্রয়োগমূলক প্রশ্নে উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট কবিতা/রচনার ভাব বা চরিত্রের সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য জানতে চাওয়া হয়। এখানে মহেষের প্রতি গফুরের আচরণে গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা চিহ্নিত করে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঘ. প্রাণীর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশের দিক দিয়ে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের সাথে গফুরের চেতনাগত মিল থাকলেও উভয়ের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন।
'অতিথির স্মৃতি' গল্পে দেওঘরে যাওয়ার পর গল্পকথকের সাথে একটি পথের কুকুরের স্নেহ-মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুকুরটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে গল্পকথক তাকে অতিথির মর্যাদায় বরণ করে নেন । একটি অবলা প্রাণীর প্রতি গল্পকথকের এই মমত্ববোধের দিকটি আলোচ্য গল্পের মূল বিষয়।
উদ্দীপকের দরিদ্র বর্গাচাষি গফুর 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের মতো তার পোষা প্রাণীটির প্রতি গভীর মমতা ও ভালোবাসা অনুভব করে। আট বছর ধরে যে ষাঁড়টি সে প্রতিপালন করে যাচ্ছে, তাকে ঠিকমতো খেতে দিতে না পারার দুঃখে জল আসে তার চোখে।
শুধু মানুষে মানুষে নয়, অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। পরিবেশ ও ঘটনা আলাদা হলেও এ সম্পর্কের মূলে রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা ও মায়ার টান। এদিক বিচারে গল্পের গল্পকথক ও উদ্দীপকের কৃষকের চেতনাগত মিল স্পষ্ট। তবে তাদের এমন আচরণের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। অতিথির স্মৃতি গল্পে দেখা যায় অপরিচিত পরিবেশে একটি কুকুরের প্রতি গল্পকথকের সাময়িক ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে, উদ্দীপকে চাষি গফুরের প্রিয় পোষা ষাঁড়টির প্রতি ভালোবাসা, মমতার শিকড় অনেক গভীর। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

> নোট: উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মতামত বা সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তার মতের পক্ষে যথাযথ যুক্তি উপস্থাপন করতে হয়। এখানে গল্পের আলোকে প্রদত্ত মন্তব্যটির যথার্থতা তুলে ধরতে হবে।

CQ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। কী দেখে গল্পকথকের সত্যিকার ভাবনা ঘুচে গেল? [চ.বো.'১৯]
উত্তর: বেনে-বৌ পাখি দু'টিকে ফিরে আসতে দেখে গল্পকথকের সত্যিকার ভাবনা ঘুচে গেল।

০২। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে একটু দেরি করে আসত কোন পাখি? [ব.বো.'১৯, ঢা.বো., সি.বো.'১৭]
উত্তর: 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে একটু দেরি করে আসত একজোড়া বেনে-বৌ পাখি।

০৩। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথকের কীসের ভাবনা ছিল? [ঢা.বো., কু.বো.'১৮]
উত্তর: গল্পকথকের ভাবনা ছিল বেনে-বৌ পাখিজোড়াকে ব্যাধেরা ধরে চালান করে দিল কি-না তা নিয়ে।

০৪। বেরিবেরির আসামি কারা? [রা.বো.'১৮]
উত্তর: বেরিবেরির আসামি হলো পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সি একদল মেয়ে।

০৫। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে ট্রেন স্টেশন ছাড়তে আর কয় মিনিট দেরি? [রা.বো.'১৭]
উত্তর: 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে ট্রেন স্টেশন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি।

০৬। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ করেন?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন।

০৭। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথক কার আদেশে দেওঘরে গিয়েছেন?
উত্তর: 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথক চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে গিয়েছেন।

০৮। ব্যাধের ব্যাবসা কী?
উত্তর: ব্যাধের ব্যাবসা হলো পাখি চালান দেওয়া।

০৯। গল্পকথক কাকে ডেকে অতিথিকে খাবার দিতে বলেন?
উত্তর: গল্পকথক বামুনঠাকুরকে ডেকে অতিথিকে খাবার দিতে বলেন।

১০। গল্পকথকের বাড়ির বাড়তি খাবারের প্রবল অংশীদার ছিল কে?
উত্তর: গল্পকথকের বাড়ির বাড়তি খাবারের প্রবল অংশীদার ছিল বাগানের মালির মালিনী।

১১। ভজন শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ভজন শব্দের অর্থ হলো ঈশ্বর বা দেবদেবীর স্তুতি বা মহিমাকীর্তন।

১২। কুঞ্জ শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: কুঞ্জ শব্দের অর্থ লতাপাতায় আচ্ছাদিত বৃত্তাকার স্থান, উপবন।

১৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন পদক লাভ করেন?
উত্তর: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৪। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কোন পাখি সবচেয়ে ভোরে উঠে?
উত্তর: 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে সবচেয়ে ভোরে উঠে দোয়েল পাখি।

১৫। বেনে-বৌ পাখি কোথায় বসে প্রত্যহ ডাকত?
উত্তর: বেনে-বৌ পাখি ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে প্রত্যহ ডাকত।

CQ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কী বোঝানো হয়েছে? [চ.বো., ব. বো.'১৯]
উত্তর: আতিথ্যের নিয়মের তোয়াক্কা না করে কুকুরটির গল্পকথকের বাসায় দীর্ঘ সময় অবস্থানের বিষয়টিকে গল্পকথক প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।
গল্পকথকের সাথে পরিচয়ের পরদিন অতিথি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাড়ির ভেতরে আসে এবং তার পরদিনও সেখানেই অবস্থান করে। সাধারণত কোনো অতিথি দীর্ঘ সময় অবস্থান করলে তা আতিথ্যের মর্যাদার লঙ্ঘন বলে ধরে নেওয়া হয়। এখানে গল্পকথকের অতিথি কুকুরটিও একই কাজ করেছে।

০২। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথকের কেন মনে হতে লাগল, হয়তো ওর মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই? ব্যাখ্যা কর। [রা.বো.'১৮, ১৭]
উত্তর: সাধারণ মানুষের চোখে অতিথি কুকুরটির তুচ্ছ অবস্থানের কথা বোঝাতে গল্পকথক উক্তিটি করেছেন।
শারীরিক সুস্থতার উদ্দেশ্যে দেওঘরে অবস্থানকালে গল্পকথকের একটি কুকুরের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে, যে মায়ার টানের কারণে গল্পকথক বাড়ি ফেরার আগ্রহ খুঁজে পান না। কিন্তু গল্পকথক এটাও জানেন, তাঁর কাছে কুকুরটি অত্যন্ত মূল্যবান হলেও অন্যদের কাছে হয়তো তার কোনো মূল্যই নেই। যার প্রমাণও তিনি পান কুকুরটির প্রতি মালিনী এবং চাকরদের আচরণে। কুকুরটির কথা ভেবে তিনি তাই ব্যথিত হন যার প্রকাশ ঘটেছে প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে।

০৩। "ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন।"- গল্পকথক কেন এ কথাটি বলেছেন? [রা.বো.'১৮]
উত্তর: গল্পকথক বেরিবেরি রোগাক্রান্ত ফুলো-ফুলো পা ওয়ালা অল্পবয়সি মেয়েদের সম্পর্কে উক্তিটি করেছেন।
দেওঘরে থাকাকালে গল্পকথক যখন বিকেলবেলা পথের ধারে এসে বসতেন, তখন একদল মেয়েকে দেখতেন যারা পথ চলার অসুবিধা হলেও মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরত, গরমের দিনেও আঁট করে মোজা পরত। মূলত বেরিবেরি রোগের কারণে তাদের পা ফুলে যাওয়ায় তারা এই বিকৃত পা মানুষের চোখ থেকে আড়াল করতে চাইত। নিজেদের সৌন্দর্য রক্ষা করতে তাদের এ কসরতের বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই গল্পকথক উক্তিটি করেছেন।

০৪। ট্রেন ছেড়ে দিলেও গল্পকথক বাড়ি ফেরার আগ্রহ খুঁজে পাননি কেন? [ব.বো.'১৭]
উত্তর: অতিথি কুকুরটির প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণে ট্রেন ছেড়ে দিলেও গল্পকথক মনের মধ্যে বাড়ি ফেরার আগ্রহ খুঁজে পাননি।
শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য দেওঘরে আসলে গল্পকথকের একটি কুকুরের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। নানা ঘটনায় তাঁদের মধ্যে তৈরি হওয়া এ মায়ার বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। গল্পকথকের বাড়ি যাবার সময়ও কুকুরটি গাড়িতে তাঁর মালপত্র তোলার বিষয়টি তদারকি করে। তাই ট্রেন যখন ছেড়ে দেয়, তখন কুকুরটির প্রতি জন্মানো মায়ার টানের কারণে গল্পকথক বাড়ি যাবার আগ্রহ খুঁজে পান না।

০৫। "হঠাৎ মনে হলো ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে"- কেন?
উত্তর: "হঠাৎ মনে হলো ওর চোখ দুটো ভিজেভিজে" এখানে মালি-বৌ এর অত্যাচারে তার (কুকুরের) চোখ ভিজে ওঠা এবং গল্পকথকের কাছে এ নিয়ে নালিশ জানানোকে বোঝানো হয়েছে।
কুকুররা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না, কিন্তু তারাও অনুভূতিশীল প্রাণী। তাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, তারাও সুখ-দুঃখ অনুভব করে। গল্পকথকের কুকুরটিকে ঐ দিন খাবার দেওয়া হয় না এবং মালির বৌ তাড়িয়ে দেয়, এই নালিশ গল্পকথককে জানানোর জন্য কুকুরটির চোখে পানি এসে ভিজেভিজে হয়ে উঠেছিল।

০৬। গল্পকথক দেওঘর থেকে বিদায় নিতে নানা অজুহাতে দিন দুই দেরি করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: অতিথির প্রতি মমতার টান কাটাতে না পেরে গল্পকথক দেওঘর থেকে বিদায় নিতে দিন দুই দেরি করেন।
'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথক চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যান। সেখানে গিয়ে গল্পকথক একটি কুকুরকে সঙ্গী হিসেবে পান। ধীরে ধীরে কুকুরটির সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। এ কারণে চলে আসার সময় হলেও গল্পকথক কুকুরটিকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবে ব্যথিত হন। এজন্যই দেওঘর থেকে বিদায় নিতে নানা অজুহাতে গল্পকথক দিন দুই দেরি করেন।

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। লালমনিরহাটের যুবায়ের প্রায় ১০ বছর ধরে তার পোষাহাতি কালাপাহাড়কে দিয়ে লাকড়ি টানা, চাষ করা, সার্কাস দেখানো ইত্যাদি কাজ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণে হাতির খোরাক জোগাড় করতে না পেরে একদিন সে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। ক্রেতা কালাপাহাড়কে নিতে এসে ওর পায়ে বাঁধা রশি ধরে হাজার টানাটানি করে একচুলও নাড়াতে পারল না। কালাপাহাড়ের দুচোখ বেয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন খদ্দের আরও বেশি লোকজন সাথে করে এসে কালাপাহাড়কে নিয়ে যাবে বলে চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা যুবায়ের দেখে- কালাপাহাড় মরে পড়ে আছে। হাউমাউ করে সে চিৎকার করে আর বলে- 'ওরে আমার কালাপাহাড়, অভিমান করে তুই চলে গেলি!'

(গ) কালাপাহাড়ের আচরণ ও ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের অতিথির আচরণ কীভাবে ভিন্ন- বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) “উদ্দীপকের যুবায়ের এর অনুভূতি আর ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের গল্পকথকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত”- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

উত্তর

গ. ভালোবাসা প্রকাশের ধরনের দিক থেকে উদ্দীপকের কালাপাহাড়ের আচরণ ও ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের অতিথির আচরণ ভিন্ন।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে একটি পথের কুকুরের সঙ্গে গল্পকথকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুকুরটির প্রতি গল্পকথকের মনে মমত্ববোধ জেগে ওঠে। কুকুরটিও তাঁর ভালোবাসা পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু গল্পকথক ও অতিথির সম্পর্কের স্থায়িত্ব কম হওয়ায় গাঢ় বন্ধন তৈরি হয় না। এজন্য গল্পকথক চলে যাওয়ার সময় গল্পকথকের খারাপ লাগে আর কুকুরটি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। অন্যদিকে উদ্দীকের কালাপাহাড়ের মালিক যুবায়েরের সাথে সম্পর্ক স্থায়ী হওয়ায় তাকে ছেড়ে যেতে চায় না বরং মৃত্যুবরণ করে।

তাই বলা যায় ভালোবাসায় কালাপাহাড় ও গল্পের অতিথির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও সম্পর্কের স্থায়িত্বের কারণে ভালোবাসা প্রকাশের ধরনের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

ঘ. পশুর প্রতি মমত্ববোধের দিক থেকে উদ্দীপকের যুবায়েরের অনুভূতি আর ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের গল্পকথকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত।

উদ্দীপকে যুবায়েরের মধ্যে আমরা পশুপ্রেম লক্ষ করি। দরিদ্রতার জন্য সে তার পোষা কালাপাহাড় নামক হাতিকে বিক্রি করে দিলেও হাতি তার কাছ থেকে দূরে যায়নি বরং শেষ পর্যন্ত মনিবের প্রতি অভিমান করে মৃত্যুকেই গ্রহণ করে। হাতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যুবায়েরের যে আত্মবিলাপ, তা ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে গল্পকথকের অতিথি হারানোর বেদনার প্রতিরূপ।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে উদ্দীপকের যুবায়েরের মতো গভীর বেদনাবোধ লক্ষ করা যায়। কেননা, গল্পকথক যখন দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে একটি কুকুরের সখ্য গড়ে ওঠে। তার প্রতি গল্পকথকের মমত্ববোধ তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ দিকে কুকুরটিকে একা ফেলে চলে আসাতে গল্পকথকের মনেও উদ্দীপকের যুবায়েরের মতো বেদনাবোধ অনুভূত হয়।

উদ্দীপকের যুবায়েরের পোষা হাতি কালাপাহাড়কে হারিয়ে যে অনুশোচনা, তা গল্পকথকেরই অনুশোচনারই প্রতিরূপ। কেননা, যুবায়ের অভাবের তাড়নায় হাতি বিক্রি করলে শেষে সে পোষা প্রাণীর মমতা বুঝতে পারে এবং ব্যথিত হয়। গল্পকথকও অতিথির প্রতি মমত্ববোধ দেখিয়েছেন এবং শেষে যখন তিনি চলে আসার কথা ভাবেন তখনই অতিথির প্রতি তাঁর মনের মধ্যে এক অজানা মমতা উৎসারিত হয়।উদ্দীপকের কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পর যুবায়েরের মনের অবস্থা ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের গল্পকথকের দেওঘর থেকে চলে আসার মুহূর্তটিকে মনে করিয়ে দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যুবায়েরের অনুভূতি আর ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের গল্পকথকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত।

০২। পাঁচ বছরের নীলের জন্য তার বাবা শহর থেকে খাঁচাসহ টিয়ে পাখি কিনে আনে। বাবার সাথে নীলও পাখিটার যত্ন নেয়। নীলের সাথে টিয়েটাও নীলের বাবাকে বাবা বলে ডাকে। পাখিটা পোষ মেনেছে ভেবে নীল একদিন চুপি চুপি খাঁচার দরজা খুলে দেয়। অমনি পাখিটা উড়ে চলে যায়। পাখিটার জন্য বাড়ির সবার মন খারাপ হয়। পরদিন সকালে পাখিটা ফিরে এসে বাবা, বাবা ডাকতে থাকলে সবাই অবাক হয়ে যায়। নীলের বাবা ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে। [ঢা.বো., কু.বো.'১৮]

(গ) উদ্দীপকে পাখিটির ফিরে আসা ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) নীলের বাবাকে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের গল্পকথকের প্রতিনিধি বলা যায় কি? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর

গ. উদ্দীপকের পাখিটির ফিরে আসা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মানুষের প্রতি প্রাণীর ভরসা ও স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মানুষ ও অন্য জীবের মধ্যকার স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটি। দেওঘরে অবস্থানকালে একটা কুকুরের সাথে গল্পকথকের সখ্য গড়ে ওঠে। সেখানে থাকার সময়ে বেড়াতে যাবার সঙ্গী হিসেবে গল্পকথক সর্বদা এই কুকুরটিকে পেয়েছেন। তাই অসাধারণ একটি সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে কুকুর ও গল্পকথকের মাঝে। ফলে গল্পকথকের বিদায়কালে কুকুরটিও এসেছিল স্টেশনে বিদায় জানাতে।

উদ্দীপকের মানুষ ও প্রাণীর মাঝে স্নেহ ও মায়ার অসাধারণ সম্পর্কের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নীলের বাবা একটি পাখি কিনে আনলে পরিবারের সকলে পাখিটিকে আপন করে নেয়। এই ভালোবাসার প্রতিদানও পাখিটি দিয়েছে। একদিন খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পাখিটি উড়ে গেলে সকলের মন খারাপ হয়ে যায়। তবে সকলের স্নেহ ও ভালোবাসার টানে পাখিটি আবার ফিরে আসে। উদ্দীপক ও গল্পে সাধারণ প্রাণী ও মানুষের মধ্যকার এই স্নেহ-মমতার সম্পর্কের চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. জীবের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতির বিচারে উদ্দীপকের নীলের বাবাকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের প্রতিনিধি বলা যায়।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পটি একটি উদার মানবিকতার গল্প। এখানে পশু-পাখির প্রতি সহানুভূতি ও মমতার প্রকাশ ঘটেছে গল্পকথকের আচরণে। ঘরের কাজের লোকের বিরূপ আচরণ যেমন অবলা প্রাণী কুকুরটিকে গল্পকথকের সাথে দেখা করা থেকে বিরত করতে পারেনি, তেমনি গল্পকথকও কুকুরটির ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছেন কুকুরটিকে পর্যাপ্ত খাবার ও স্নেহ দিয়ে। কুকুরটির প্রতি মমতার টান তৈরি হবার কারণেই তিনি দেওঘর ত্যাগ করার আগ্রহ মনের মধ্যে খুঁজে পাননি। গল্পকথকের কুকুরটির প্রতি স্নেহ ও মমতাই গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।

উদ্দীপকের নীলের পোষা টিয়ে পাখির প্রতি পরিবারের সকলের মমতা লক্ষ করা যায়। নীলের বাবার পাখিটির প্রতি ভালোবাসা ও যত্ন পাখিটিকে বাধ্য করেছে তাকে বাবা বলে ডাকতে। নীলের বাবাও পাখিটিকে নিজের ছেলের মতো যত্ন করতেন। তাই পাখিটি চলে গেলে তিনি যেমন কষ্ট পান, তেমনি পাখিটি আবার ফিরে এলে তিনি মনে করেন যেন নিজের হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে।

জীব-জন্তুর প্রতি এই অকৃত্রিম ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে নীলের বাবা ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের মিল রয়েছে। উভয়েই অল্পদিনের পরিচয়ে প্রাণী দুটিকে আপন করে নিয়েছেন। প্রাণী দুটি ভিন্ন হলেও তাদের প্রতি উদ্দীপকের নীলের বাবার ভালোবাসা এবং গল্পকথকের মমতা দু'জনকে একই সুতোয় গেঁথেছে। তাই বলা যায়, নীলের বাবা যেন 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের সার্থক প্রতিনিধি।

০৩। কৃষক পরিবারের ছেলে রফিক তাদের পরিবারে সদ্য জন্ম নেওয়া একটি বাছুরকে ছোট থেকে নানাভাবে দেখাশোনা করে। বাছুরটির জন্য সবুজ ঘাস ও লতাপাতা এনে দেয়, ভাতের মাড় এনে দেয় খাওয়ার জন্য। সুযোগ পেলেই বাছুরটির গলায়-কাঁধে-পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে দেয়। বাছুরটিও আরামে গলা বাড়িয়ে আদর গ্রহণ করে। এভাবে বাছুরটি ও তার মধ্যে গভীর একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। আর্থিক সমস্যার কারণে তেরো-চৌদ্দ মাস বয়স হলে তার পিতা বাছুরটিকে বিক্রি করে দেয়। ক্রেতা বাছুরটিকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে রফিক ও বাছুর দুজনের চোখে দেখা যায় অশ্রুর ধারা। এ বাছুরের শোক রফিককে দীর্ঘদিন ধরে বেদনার্ত করে রাখে।

(গ) উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটির প্রতিফলন করে তা বর্ণনা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে আলোচিত রফিকের মনের ভাবের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের মনের ভাব সম্পূর্ণ অভিন্ন"- মন্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর

গ. উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথক ও কুকুরের মধ্যে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে।

উদ্দীপকে রফিক ও তার পালিত বাছুরের মধ্যে একটা ভালোবাসার বন্ধন তৈরি হয়েছে। রফিক নানাভাবে বাছুরটির যত্ন করে, বাছুরটিকে আদর করে। বাছুরটিও এর প্রত্যুত্তরে রফিকের প্রতি ভালোবাসা দেখায়। বাছুরটিকে ক্রেতা এসে নিয়ে যাওয়ার সময়ে বাছুর এবং রফিক দুজনেই কান্না করে।

এই একই ঘটনা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথক ও কুকুরের মধ্যে ঘটে। গল্পকথক কুকুরকে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করে, কুকুরকে নানাভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন করে। কুকুরটিও গল্পকথকের বেড়াতে যাওয়ার সময়ে এসে হাজির হয়। সে তার দুঃখ কষ্ট গল্পকথকের কাছে প্রকাশ করে। বিদায়ের দিনে গল্পকথক ও কুকুর দুজনের হৃদয় বেদনার্ত হয়ে ওঠে। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথক ও কুকুরের মধ্যে গড়ে ওঠা মমত্বের দিকটি প্রতিফলিত করে।

ঘ. উদ্দীপকে আলোচিত রফিক এবং 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথক- দুজনের আচরণেই প্রাণীর প্রতি গভীর মমতার প্রকাশ ঘটেছে। দুটি জায়গাতেই জীবের সাথে মানুষের গড়ে ওঠা স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ককে বর্ণনা করা হয়েছে।

উদ্দীপকের রফিক তার পালিত বাছুরটির জন্য গভীর ভালোবাসা দেখায়। সে বাছুরটিকে মমতার সাথে পালন করে। বাছুরটিকে সে খাবার খাওয়ায়, আদর করে দেয়। বাছুরটিও তার ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায় রফিকের প্রতি। বাধ্য হয়ে যখন বাছুরটিকে রফিকের পরিবার বিক্রি করে দেয়, তখন রফিক ও বাছুর উভয়ের চোখে পানি আসে। রফিক দীর্ঘদিন ধরে বাছুরটিকে ভুলতে পারে না।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের আচরণেও দেখি কুকুরের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। কয়েকদিনের পরিচয়ে গল্পকথক ও কুকুরটির মধ্যে মমত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি কুকুরটির খাবার ব্যবস্থা করেন, তার সাথে কথা বলেন। বিদায়ের দিনে কুকুরটি স্টেশনে এসে অপেক্ষা করে সবার আগে। গল্পের ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সময় গল্পকথকের মনে কুকুরের জন্য বেদনা ও স্মৃতি প্রকাশ পেয়েছে।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, "উদ্দীপকের রফিক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের মনের ভাব সম্পূর্ণ অভিন্ন"– এই মন্তব্যটি যথার্থ।

বোর্ড MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথকের সবচেয়ে দুঃখ হতো যাকে দেখে সে হলো- [রা.বো.'১৯]
(ক) পা ফুলো অল্পবয়সী একদল মেয়ে
(খ) একটি দরিদ্র ঘরের মেয়ে
(গ) বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি
(ঘ) একটি শক্তি সামর্থ্যহীন কুকুর (খ)

০২। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কোন পাখিটি সবচেয়ে ভোরে ওঠে? [চ.বো.'১৯]
(ক) বুলবুলি (খ) শ্যামা
(গ) শালিক (ঘ) দোয়েল (ঘ)
ব্যাখ্যা: (ঘ); সবথেকে ভোরে উঠত দোয়েল। এরপর একটি একটি করে আসত বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি।

০৩। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথকের দেখা পীড়িতরা কোন শ্রেণির গৃহস্থ ঘরের? [সি.বো.'১৯]
(ক) নিম্নবিত্ত (খ) মধ্যবিত্ত
(গ) উচ্চবিত্ত (ঘ) উচ্চ মধ্যবিত্ত (খ)

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
আকাশ সাহেব কবুতর পোষেণ। খাবার নিয়ে বাক-বাকুম করে ডাকলে কবুতরগুলো ছুটে আসে। আকাশ সাহেবের দুঃখ-কষ্ট মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে।

০৪। উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন দিকটিকে ইঙ্গিত করে? [ব.বো.'১৯]
(ক) মানবেতর প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ
(খ) মানুষের প্রতি মমত্ববোধ
(গ) মালির প্রতি মমত্ববোধ
(ঘ) মালির বউয়ের প্রতি মমত্ববোধ (ক)

০৫। উদ্দীপকের মূলভাব 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে- [ব.বো.'১৯]
(i) স্মৃতিকাতরতা (ii) স্বাস্থ্য সচেতনতা
(iii) মনুষ্যত্ববোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii
[বি.দ্র.: সঠিক উত্তর নেই। সঠিক উত্তর হবে (iii)]

০৬। মালি-বৌ কেন কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেয়? [য.বো.'১৯]
(ক) খাবারে ভাগ বসাবে বলে
(খ) কামড়াবে বলে
(গ) দেখতে কুৎসিত বলে
(ঘ) ঘেউ ঘেউ করত বলে (ক)

০৭। "তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে"-গল্পকথক কেন দেরি করেছিলেন? [ম.বো.'১৯]
(ক) সুস্থতা লাভের আশায়
(খ) কুকুরটির মমতায়
(গ) ট্রেনের টিকিট না পাওয়ায়
(ঘ) আরো কিছুদিন থাকার ইচ্ছায় (খ)

০৮। দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে গল্পকথকের দুঃখবোধের কারণ- [রা.বো.'১৮]
(ক) বয়স (খ) অসুস্থতা
(গ) নিঃসঙ্গতা (ঘ) দুরবস্থা (ঘ)

০৯। 'চাকরদের দরদ তার পরেই বেশি।' অতিথির স্মৃতি' গল্পে 'তার' বলতে কার কথা বলা হয়েছে? [চ.বো.'১৮]
(ক) মালি (খ) গল্পকথক
(গ) মালি-বৌ (ঘ) অতিথি (গ)

১০। 'অতিথির স্মৃতি' রচনায় প্রকাশ পেয়েছে- [সি.বো.'১৮]
(ক) প্রকৃতিপ্রেম (খ) ধর্মনিষ্ঠা
(গ) দায়িত্বশীলতা (ঘ) জীবপ্রেম (ঘ)

১১। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কে বকশিশ পেল না? [ব.বো.'১৮]
(ক) মালির বৌ (খ) কুলি
(গ) মালি (ঘ) অতিথি (ঘ)

১২। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে 'ক্ষুধাহরণের কর্তব্য' বলতে গল্পকথক কী বোঝাতে চেয়েছেন [কু.বো.'১৮]
(ক) ক্ষুধা বাড়াতে পরিশ্রম
(খ) ক্ষুধা নিবারণ করা
(গ) খাদ্য সংগ্রহ করা
(ঘ) খাদ্য জোগাতে পরিশ্রম (ক)
ব্যাখ্যা: (ক); মূলপাঠে কথাটি হলো 'ক্ষুধা আহরণের কর্তব্য'– যা বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষুধা বাড়াতে পরিশ্রম করার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

১৩। 'অতিথির স্মৃতি' রচনায় গল্পকথকের সাথে অতিথিরূপী কুকুরের কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে? [দি.বো.'১৮]
(ক) স্নেহ-প্রীতির (খ) দায়িত্বশীলতার
(গ) সম্পর্ক সূত্রের (ঘ) মহত্ত্ব প্রদর্শনের ক

১৪। 'ঝড়ে পড়ে যাওয়া পাখির ছানাটিকে মারুফ যত্নের সঙ্গে পাখিটির বাসায় পৌঁছে দিল।' -এখানে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি হচ্ছে- [ঢা.বো.'১৭]
(i) বিবেকবোধ (ii) জীবপ্রেম (iii) প্রকৃতিপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ক

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
শফিক সাহেব কবুতর পোষে। খাবার নিয়ে বাক-বাকুম করে ডাকলে কবুতরগুলো ছুটে আসে। শফিক সাহেবের দুঃখ-কষ্ট মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে।

১৫। উদ্দীপকের মূলভাব নিচের কোন রচনায় ফুটে উঠেছে?
(ক) ভাব ও কাজ (খ) সুখী মানুষ [রা.বো.'১৭]
(গ) পড়ে পাওয়া (ঘ) অতিথির স্মৃতি ঘ

১৬। উদ্দীপকের শফিক সাহেব এবং 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রকাশ পেয়েছে- [রা.বো.'১৮]
(i) মানবেতর প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ
(ii) মূলত প্রাণীর প্রতি নির্বিকার মনোভাব
(iii) মানুষ ও পোষা প্রাণীর মধ্যে স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii খ

১৭। কীসের কারণে শরৎচন্দ্রের কলেজ শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে?
(ক) পিতৃ-বিয়োগ (খ) দারিদ্র্যের [চ.বো.'১৭]
(গ) জীবিকার সন্ধানে (ঘ) রেঙ্গুন গমনে খ

১৮। ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে প্রত্যহ ডাকত কোন পাখিটা? [ব.বো.'১৭]
(ক) বুলবুলি (খ) বেনে-বৌ
(গ) শ্যামা (ঘ) টুনটুনি খ

১৯। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মালিনীর প্রতি কাদের দরদ বেশি ছিল?
(ক) চাকরদের (খ) প্রতিবেশীদের [য.বো.'১৭]
(গ) গল্পকথকের (ঘ) অতিথির ক

২০। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল নাম কী? [কু.বো.'১৭]
(ক) স্মৃতিকথা (খ) দেওঘরের স্মৃতি
(গ) রেঙ্গুনের স্মৃতি (ঘ) কুকুরের স্মৃতি খ

২১। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথকের মন কেন ব্যস্ত হয়ে উঠল?
(ক) পাখিদের আনাগোনা দেখে [দি.বো.'১৭]
(খ) পাখি দুটিকে না আসতে দেখে
(গ) পাখিদের কলকাকলি শুনে
(ঘ) গলাভাঙা সুরে ভজন শুনে খ

ব্যাখ্যা: (খ); হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখিকে দিন-দুই না আসতে দেখে গল্পকথক ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কখন ঘরে প্রবেশ করে?
(ক) সন্ধ্যার পূর্বে
(খ) সন্ধ্যার পরে
(গ) বিকেল বেলা
(ঘ) গোধূলি বেলা ক

০২। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট. উপাধি পেয়েছেন?
(ক) ঢাকা (খ) কলকাতা
(গ) অক্সফোর্ড (ঘ) কেমব্রিজ ক

০৩। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন বলতে কী বোঝায়?
(i) কোনো তিথি না মেনে কারো আগমনকে
(ii) মাত্রাতিরিক্ত সময় আতিথেয়তা গ্রহণ করাকে
(iii) অবাঞ্ছিতভাবে কোনো অতিথির অধিক সময় অবস্থানকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii
(গ) iii (ঘ) i, ii, iii গ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
বাবা-মার আদরের দুই ছেলে আশিক ও আকাশ এবার ক্লাস টুতে পড়ে। ওদের বাবা একদিন ছোট্ট খাঁচায় একটি ময়না পাখি উপহার দেয়। সেই থেকে সারাক্ষণ দুই ভাই প্রতিযোগিতা করে পাখিটিকে খাবার ও পানি দেওয়া, কথা বলা আর কথা শেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একদিন সকালে দেখে, বিড়াল এসে রাতে পাখিটাকে মেরে ফেলেছে। সেই থেকে যে তাদের অঝোর ধারায় কান্না, কেউ আর থামাতেই পারে না। আজও সেই ময়নার কথা মনে হলে ওরা কেঁদে ওঠে।

০৪। উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা হলো-
(i) পশু-পাখির সাথে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক
(ii) পশু-পাখির সাথে মানুষের স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক
(iii) ভালোবাসায় সিক্ত পশু-পাখির বিচ্ছেদ বেদনায় কাতরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) i, ii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii গ

০৫। উক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন চরণে প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না
(খ) আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে
(গ) অতএব আমার অতিথি উপবাস করে
(ঘ) তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও ক

গদ্য

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস টেস্ট

MCQ

সময়: ২০ মিনিট | পূর্ণমান: ৩০

০১। রাত্রি শেষ হলে কাদের আনাগোনা শুরু হতো?
(ক) পাখিদের (খ) শিয়ালদের
(গ) সিংহদের (ঘ) হাতিদের

০২। পাখি চালান দেওয়া কাদের ব্যাবসা?
(ক) পাখি প্রেমিকের (খ) চিকিৎসকের
(গ) পীড়িতদের (ঘ) ব্যাধের

০৩। ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে কারা যত্নশীল?
(ক) পীড়িত মেয়েরা (খ) মধ্যবিত্তের বউরা
(গ) বেরিবেরির রোগীরা (ঘ) বাতব্যাধিগ্রস্তরা

০৪। গল্পকথকের দেখা দরিদ্র ঘরের মেয়েটির ছেলেমেয়ে কয়জন?
(ক) দু'জন (খ) তিনজন (গ) চারজন (ঘ) পাঁচজন

০৫। গল্পকথক কাকে অতিথিশালার গেট খুলে রাখতে বলেছেন?
(ক) চাকরকে (খ) মালিকে
(গ) মালিনীকে (ঘ) কোনোটিই নয়

০৬। কুকুরটির আতিথ্যে কার ঘোরতর আপত্তি ছিল?
(ক) বামুন ঠাকুরের (খ) বাগানের মালির
(গ) চাকরদের (ঘ) মালিনীর

০৭। চাকরদেরও কোন কাজটিতে সায় ছিল?
(ক) কুকুরটিকে বাগানে ঢুকতে দেওয়া
(খ) কুকুরটিকে বাগানে ঢুকতে না দেওয়া
(গ) কুকুরটিকে খেতে দেওয়া
(ঘ) কুকুরটিকে খেতে না দেওয়া

০৮। 'যাবার আগে তারই মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম'-এখানে 'ঝাপসা' কথাটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
(ক) চোখে কম দেখা (খ) দূরে তাকাতে না পারা
(গ) চোখে অন্ধকার দেখা (ঘ) বিদায়ে চোখ জলে ভরা

০৯। 'পাণ্ডুর' শব্দের অর্থ কী?
(ক) শীর্ণ (খ) ফ্যাকাশে (গ) ক্লান্ত (ঘ) শক্তিহীন

১০। দরিদ্র ঘরের মেয়েটির বয়স আনুমানিক–
(ক) ২১-২২ বছর (খ) ২২-২৩ বছর
(গ) ২৩-২৪ বছর (ঘ) ২৪-২৫ বছর

১১। খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর কার ছায়া পড়ছিল?
(ক) মালিনীর (খ) চাকরের (গ) কুকুরের (ঘ) বৃদ্ধার

১২। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মালিনী সম্পর্কে প্রযোজ্য–
(i) অল্প বয়স্কা (ii) দেখতে ভালো
(iii) খাওয়া সম্পর্কে নির্বিকারচিত্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৩। গল্পকথককে বিদায় জানাতে স্টেশনে যারা এসেছিল তারা সবাই বকশিশ পেলেও অতিথি পেল না। কারণ–
(i) কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত খবরদারি করার কারণে
(ii) অতিথির কাছে অর্থ মূল্যহীন হওয়ায়
(iii) পুনরায় দেখা হওয়ার আশায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৪। গল্পকথক অতিথিকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছালে কে আলো নিয়ে এসেছিল?
(ক) মালি (খ) মালিনী
(গ) চাকর (ঘ) কেয়ারটেকার

১৫। 'বেরিবেরি' রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
(i) এটি বি ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ
(ii) এতে হাত পা ফুলে যায়
(iii) এটি বাতব্যাধি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৬। বেনে-বৌ পাখি দু'দিন না আসাতে গল্পকথক অস্থির হয়ে উঠলেন–
(i) গল্পকথকের সহজাত পাখি-প্রীতির টানে
(ii) শিকারিরা হত্যা করতে পারে ভেবে
(iii) গল্পকথকের পোষা পাখি ছিল বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
একবার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে কামাল একটি বিড়াল নিয়ে আসে। বিড়ালটির নাম দেয় রাজা। তাকে নিয়ে কামালের আনন্দে দিন কাটে। এক রাতে সাপের কামড়ে মারা যায় রাজা। আজও কামাল তাকে ভুলতে পারেনি। রাজার কথা মনে হলেই কামালের মন কেঁদে ওঠে।

১৭। উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা হলো–
(i) পশুপাখির সাথে মানুষের মমত্বের সম্পর্ক
(ii) পোষা প্রাণীর বিয়োগ বেদনায় কাতরতা
(iii) প্রতিপালকের প্রতি পোষা প্রাণীর প্রতিদানের দৃষ্টান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

১৮। সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে
(খ) অতিথি গল্পকথকের দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
(গ) বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না
(ঘ) বেড়াতে বের হলে সে হয় পথের সঙ্গী

নিচের অনুচ্ছেদটির আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
রানার প্রিয় বকুল গাছটা কেটে ফেলল ওরা। সেই ছোটবেলায় বড় শখ করে বাড়ির পেছনে চারাগাছটি লাগিয়েছিল রানা। ভোরবেলা যখন ফুলে ফুলে ভরে থাকত বকুলতলাটা, কী যে ভালো লাগত তার। সেই বহুদিনের পুরোনো বন্ধুটাকে আজ ওরা শেষ করে দিল। কারণ, রানার বাবা জায়গাটা বিক্রি করে দিয়েছেন। অসহায় রানার চোখ অভিমানে আর কষ্টে আজ বারবার শুধু ভিজে আসছে।

১৯। বকুল গাছটার সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কার মিল পাওয়া যায়?
(ক) অতিথি (খ) মালিনী
(গ) বেনে-বৌ (ঘ) কমবয়সি মেয়েটি

২০। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সাথে আলোচ্য উদ্দীপকটি যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ–
(i) প্রেক্ষাপট (ii) পরিণতি (iii) আবেগ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) iii

২১। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে গল্পকথকের ঘুম ভেঙে গেল কেন?
(ক) মশার কামড়ের জন্য
(খ) বদহজমের জন্য
(গ) পানি পিপাসার জন্য
(ঘ) একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করায়

২২। অতিথিকে বাগানে ঢুকতে না দিলে অতিথি কী করে?
(ক) পথের ধারে বসে থাকে
(খ) গেটের বাইরে লাফালাফি করে
(গ) বাড়ির পেছনে বসে থাকে
(ঘ) বারান্দায় বসে থাকে

২৩। তিন দিনের দিন কাদের ফিরে আসতে দেখে গল্পকথকের সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল?
(ক) দোয়েল পাখিদের (খ) বুলবুলি পাখিদের
(গ) টুনটুনি পাখিদের (ঘ) বেনে-বৌ পাখিদের

২৪। বায়ু পরিবর্তনে এসে গল্পকথক প্রতিদিন বিকেল বেলা কোথায় বসে পথচারীদের দেখেন?
(ক) বারান্দার চেয়ারে (খ) পথের ধারে
(গ) বাগানের বেঞ্চিতে (ঘ) রাস্তার মোড়ে

২৫। "কৌতূহলী লোকচক্ষু থেকে তারা বিকৃতিটা আড়াল রাখতে চায়"-এখানে 'বিকৃতিটা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
(ক) পাণ্ডুর দেহ (খ) ফোলা পা
(গ) রক্তহীন দেহ (ঘ) বাতব্যাধিগ্রস্ত পা

২৬। "কুলিদের সাথে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল"-এখানে 'খবরদারি' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে-
(ক) মাতব্বরি (খ) হস্তক্ষেপ
(গ) নজরদারি (ঘ) হাঁকাহাঁকি

২৭। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকার গেটের বাইরে পথের ধারে বসেন কোন সময়ে?
(ক) সকালে (খ) দুপুরে (গ) বিকালে (ঘ) সন্ধ্যায়

২৮। দরিদ্র ঘরের মেয়েটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
(i) বয়স চব্বিশ-পঁচিশ
(ii) দেহ যেমন শীর্ণ, মুখ তেমনি পাণ্ডুর
(iii) শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
অনাথ রতনকে ছেড়ে পোস্টমাস্টার চলে গেলেন। এতদিন পোস্টমাস্টারের তত্ত্বাবধানে রতনের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কিন্তু পোস্টমাস্টারকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। পোস্টমাস্টারের আর থাকা হলো না। এখন অভাগা রতন দেখবে তার মনিবের ঘরটি ফাঁকা পড়ে আছে।

২৯। উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সাদৃশ্য কোথায়?
(ক) সৌহার্দ ছিন্ন হওয়ায় (খ) প্রিয়জনের সান্নিধ্য পাওয়ার
(গ) নতুন কর্মস্থলে পৌঁছায় (ঘ) দেহের অনুকূলে মন যাওয়ায়

৩০। উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ ভাবটি নিচের কোন বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
(ক) বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না।
(খ) অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ।
(গ) গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে।
(ঘ) লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির।

CQ

০১। পিয়াসের একটা পোষা বিড়াল ছিল। সে তাকে খুবই যত্ন করত। সময় পেলে নিজ হাতে দুধ, মাছ খেতে দিত। পিয়াস যখন বাহিরে যেত বিড়ালটি তখন তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকত। কিন্তু বাড়ির কাজের মেয়ে আয়েশা এটা মোটেই সহ্য করতে পারত না। সে সুযোগ পেলেই বিড়ালের দুধটুকু নিজেই খেয়ে নিত এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করত।
(গ) উদ্দীপকে আয়েশার আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে পিয়াসের মানসিকতা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের গল্পকথকের মানসিকতারই প্রতিরূপ।"- মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তরমালা

MCQ

০১	ক	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ক	০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	গ	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ক	১৮	গ	১৯	ক	২০	গ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	ক	৩০	খ

CQ

০১। (গ) উত্তর সংকেত: উদ্দীপকে আয়েশার আচরণে 'অতিথি স্মৃতি' গল্পের মালিনীর কুকুরটির প্রতি অবজ্ঞার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।
(ঘ) উত্তর সংকেত: মন্তব্যটি যথার্থ। মানুষে মানুষে যেমন স্নেহ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে তেমনভাবে অন্য জীবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই এটি প্রতিফলিত।